সিআইজি নেতৃবৃন্দের মাছচাষে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

(মেয়াদকাল: ১ দিন)

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রকল্প (এনএটিপি-২): মৎস্য অধিদপ্তর অংগ

সিআইজি নেতৃবৃন্দের মাছচাষে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
(মেয়াদ: ১ দিন)

	বিষয়							
দিন/ সময়	০৮:৩০-০৯:৩০	০৯:৩০-১০:৩০	১০:৩০ - ১০:৪৫	১০:৪৫-১১:৪৫	১১:৪৫-১২:৪৫	১২:৪৫ - ১৩:০০	১২:০০-১৩:০০	১৩:০০-১৪:০০
১	• নিবন্ধন • কোর্স উদ্বোধন • কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং • কোর্স পরিচিতি	মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষা (১) • পরিবেশগত সুরক্ষা সম্পর্কে ধারণা • প্রকল্পে চলমান কার্যক্রমসমূহ • পরিবেশগত সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ	চা বিরতি	মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষা (২) • পরিবেশগত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় • কার্যক্রম তদারকি ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় • পরিবেশগত সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফদের ভূমিকা	মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা (১) • জেন্ডর সম্পর্কে ধারণা , জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার চাহিদা নিরুপন • ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ধারণা • নারীর ক্ষমতায়ন • নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষমতায়নের কৌশল	চা বিরতি	মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা (২) • মাছচাষে নারী • প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণ • প্রকল্পে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ • সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কে ধারণা • সামাজিক সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ	মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা (৩ • সামাজিক সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতাদের করণীয় • কার্যক্রম তদারকি ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় • সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফদের ভূমিকা

৭

সিআইজি নেতাদের মাছচাষে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা

- উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।
- উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক সিআইজি নেতাদের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে অবশ্য পালনীয় নির্দেশনাসমূহঃ

✓ প্রশিক্ষণ কর্মসুচির আলোকে প্রণীত প্রশিক্ষণ হ্যান্ডআউটসমূহ একত্রিত করে প্রতি প্রশিক্ষণার্থীকে প্রদান করতে হবে।

✓ ব্যানারসহ ছবি সংরক্ষণ করতে হবে (আংশিক পরিবর্তন করে একই ব্যানার অন্যত্র ব্যবহার করা যেতে পারে)।

✓ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর মৎস্য অধিদপ্তরের ডাটা বেইজে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আপলোড করতে হবে।

✓ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

✓ স্থানীয়ভাবে সুবিধাজনক স্থানে যেমন-ইউনিয়ন পরিষদ/স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে, তবে সম্ভব না হলে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে।

কোর্সের বিষয়সূচি

দিন	ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
		প্রশিক্ষণ সময়সূচি	২
১	১.১	প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা ও কোর্সের বিষয়সূচি	৩
	১.২	নিবন্ধন, কোর্স উদ্বোধন, কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কোর্স পরিচিতি	৪
	১.৩	মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষা (১) • পরিবেশগত সুরক্ষা সম্পর্কে ধারণা • প্রকল্পে চলমান কার্যক্রমসমূহ • পরিবেশগত সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ	৫
	১.৪	মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষা (২) • পরিবেশগত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় • কার্যক্রম তদারকি ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় • পরিবেশগত সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফদের ভূমিকা	৯
	১.৫	মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা (১) • জেন্ডর, জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার চাহিদা সম্পর্কে ধারণা • ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ধারণা • নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষমতায়নের কৌশল	১৫
	১.৬	মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা (২) • মাছচাষে নারী • প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণ • প্রকল্পে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ • সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কে ধারণা • সামাজিক সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ	২০
	১.৭	মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা (৩) • সামাজিক সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় • কার্যক্রম তদারকি ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় • সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফদের ভূমিকা	৩২

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়: ০৮:৩০ - ০৯:৩০	মেয়াদকাল: ৬০ মিনিট

শিরোনাম: **নিবন্ধন ও কোর্স উদ্বোধন, কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এবং কোর্স পরিচিতি**

অভীষ্ট দল: **সিআইজি নেতৃবৃন্দ**

লক্ষ্য: প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধন ও আনুষ্ঠানিকভাবে সিআইজি নেতাদের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা যাতে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে পরিচিতি ঘটে এবং কোর্স সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কোর্সের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

উদ্দেশ্য: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

- প্রশিক্ষণার্থীদের সুনির্দিষ্ট ফরমে নাম নিবন্ধন করবেন;
- প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে পরিচিতি ঘটবে;
- আমন্ত্রিত অতিথিগণ কোর্স সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন;
- প্রশিক্ষণার্থীদের নামে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৫মিনিট
	• স্বাগত • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু			
	• প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ • সুনির্দিষ্ট ফর্মে প্রশিক্ষণার্থীদের নাম নিবন্ধন • প্রশিক্ষণার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিদের বক্তব্য প্রদান • পরিচিতি পর্ব ও প্রধান অতিথি/অতিথি কর্তৃক কোর্স উদ্বোধন • কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য • কোর্স পরিচিতি	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	৫০মিনিট
সার-সংক্ষেপ			
	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ	প্রশ্নোত্তর	৫মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ভিপকার্ড, ইত্যাদি।			

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়: ০৯.৩০-১০.৩০	মেয়াদকাল: ৬০মিনিট

শিরোনাম: মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষা: পরিবেশগত সুরক্ষা সম্পর্কে ধারনা, প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমসমূহের ওপর আলোকপাত, পরিবেশগত সুরক্ষায় সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ সনাক্তকরণ

অভীষ্ট দল: **সিআইজি নেতৃবৃন্দ**

লক্ষ্য: এই অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পরিবেশগত সুরক্ষা সম্পর্কে ধারনা দেয়া, পরিবেশগত সুরক্ষায় প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম সমূহ সম্পর্কে জানানো এবং মাছ চাষে পরিবেশগত সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ সম্পর্কে জানানো যাতে তারা নিজেরা পরিবেশগত সমস্যাসমূহ সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারেন এবং সিআইজি সদস্যদের সমস্যাসমূহ সনাক্তকরণে সহায়তা করতে সক্ষম হন।

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- মাছ চাষ কার্যক্রমে পরিবেশগত সুরক্ষা বলতে কী বুঝায় তা বলতে ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন;
- প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমসমূহ সম্পর্কে বলতে পাবেন;
- মাছ চাষে পরিবেশগত সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৪ মিনিট
	• স্বাগতম • পূর্ববর্তী অধিবেশনের আলোকপাত • বর্তমান অধিবেশনের সাথে সংযোগ • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু	মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষা (১) • পরিবেশগত সুরক্ষা সম্পর্কে ধারনা • প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমসমূহের ওপর আলোকপাত • পরিবেশগত সুরক্ষায় সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ সনাক্তকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর, ফ্লিপচার্ট/ মাল্টিমিডিয়া	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপচার্ট, হ্যান্ডআউট, ভিপকার্ড, মাল্টিমিডিয়া, ইত্যাদি।			

মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষা:

পরিবেশগত সুরক্ষা সম্পর্কে ধারনা, পরিবেশগত সুরক্ষায় প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমসমূহের ওপর আলোকপাত, পরিবেশগত সুরক্ষায় সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ সনাক্তকরণ

১. পরিবেশগত সুরক্ষা সম্পর্কে ধারণা

পরিবেশের সংজ্ঞাঃ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। অর্থ্যাৎ, আমাদের চারপাশের জীব ও জড় বস্তু নিয়েই আমাদের পরিবেশ।

পরিবেশের উপাদানসমূহঃ পানি, মাটি, বায়ু, আলো, উদ্ভিদ ও প্রাণী ।

জৈবিক পরিচর্যার মাধ্যমে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাছচাষে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এক্ষেত্রে যেমন দ্রুত সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে, তেমনি প্রচুর ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকে। মাছচাষ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধাপে কৌশলগত ভূল, কারিগরি ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ-দুর্বিপাক এবং মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে পরিবেশগত ঝুঁকি/সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধরনের পন্থা/উপায় অবলম্বন করে ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে/সমস্যা দূরীকরণের মাধ্যমে মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হয়। প্রকল্পের কার্যক্রমে পরিবেশগত সুরক্ষায় সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব/ক্ষেত্র/দিকগুলো মূল্যায়ন করা এবং সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন খূবই গুরুত্বপূর্ণ। **মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষা বলতে পরিবেশকে নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত রাখার লক্ষ্যে মাছচাষ ব্যবস্থাপনায় সঠিককৌশল ও কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন।**

২. প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম সমূহের ওপর আলোকপাত

২.১ এক্সটেনশন মাইক্রো-প্লান প্রণয়ন/নবায়ণ
২.২ সীমিত পরিবেশগত মূল্যায়ন
২.৩ পানির গুণাগুণ পরীক্ষা
২.৪ মাছের কৃত্রিম খাদ্য পরীক্ষা
২.৫ উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন

২.১. এক্সটেনশন মাইক্রো-প্লান প্রণয়ন/নবায়ণ

মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিআইজি সম্প্রসারণ মাইক্রো পরিকল্পনা (Extension Micro Plan) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পের সরবরাহকৃত ছক অনুযায়ী প্রতি উৎপাদন বৎসরের জন্য (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) প্রতিটি সিআইজির জন্য ০১টি করে সিআইজি মাইক্রো পরিকল্পনা (CIG Micro Plan) প্রণীত হয় যেখানে পরিবেশগত সমস্যাসমূহ ও তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করা থাকে।

২.২ সীমিত পরিবেশগত মূল্যায়ন (Limited Environmental Assessment-LEA)

প্রদর্শনী পুকুরের পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবগুলো মূল্যায়ন করে সে অনুযায়ী পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা। যেহেতু প্রদর্শনী কার্যক্রমের প্রভাব অপেক্ষাকৃত সীমিত, নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ এবং পরিবর্তনযোগ্য অর্থাৎ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব, সেহেতু এই ধরনের মূল্যায়নকে সীমিত পরিবেশগত মূল্যায়ন বলা হয়। এনএটিপি-২ কার্যক্রমে প্রদর্শনী পুকুরে মূল কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে এই মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয়। সীমিত পরিবেশগত মূল্যায়নে প্রদর্শনী পুকুরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে “পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা” প্রণয়ন সমাপ্ত করা হয়। যেমন, পুকুরের অবস্থান দেখে যদি মনে হয় যে প্রদর্শনী পুকুরটির পাড় নিচু এবং বন্যা কবলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে পুকুরটি বন্যামুক্ত রাখার জন্য বা বন্যা কবলিত হলেও ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া

যেতে পারে তা পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়। মাছচাষের প্রতিটি খামারে/পুকুরে "সীমিত পরিবেশগত মূল্যায়ন ((LEA)" খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩ পুকুরের পানির গুণাগুণ পরীক্ষা

প্রতিটি প্রাণীর সুন্দরভাবে বসবাসের জন্য তাদের উপযোগী স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের প্রয়োজন। মাছের বাসস্থান হচ্ছে জলাশয় এবং জীবন ধারণের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে পানি। মাছের খাদ্যগ্রহণ, বেঁচে থাকা, দৈহিক বৃদ্ধি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলির একটি অনুকূল মাত্রা রয়েছে। পানির গুণাগুণ যথাযথ মাত্রায় না হলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন হবে না, মাছ রোগবালাইয়ে আক্রান্ত হবে, বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে না এবং মাছের উৎপাদন কম হবে। পুকুরের পরিবেশগত সুরক্ষাকল্পে প্রকল্প হতে লিফদের Water Testing Kit ব্যবহার করে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা পদ্ধতির উপর হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। লিফগণ তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাছচাষিদের (সিআইজি ও নন সিআইজি) চাহিদানুযায়ী Water Testing Kit ব্যবহার করে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা কার্যক্রম (পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, দ্রবীভূত অ্যামোনিয়া পরীক্ষা) পরিচালনা করছেন এবং প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত রেজিষ্টারে রেকর্ড করছেন। পুকুরের পানির মান্নোয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার সে বিষয়ে মাছচাষিদের পরামর্শ প্রদান করছেন।

২.৪ মাছের কৃত্রিম খাদ্য পরীক্ষা

আজকাল বাজারে দেশী বিদেশী ব্রান্ডের মাছের প্যাকেটজাত খাদ্য পাওয়া যায়। বাজার থেকে তৈরি খাবার ক্রয় করা হলে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাতে কমপক্ষে ২৮% আমিষ থাকে। অনেক সময় প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে ৩০% প্রোটিন। কিন্তু পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করলে দেখা যায় প্রোটিনের মাত্রা উল্লেখিত মাত্রার চেয়ে কম। ফলে বেশী দামের নিম্নমানের খাবার খাওয়ানোর ফলে মাছের কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না এবং চাষি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবার চাষিরা নিজে খাবার তৈরি করেও পুকুরে প্রয়োগ করছে। এক্ষেত্রে, যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে যাতে খাদ্যের পুষ্টিমান সঠিক অনুপাতে বরবহার করেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিআইজি নেতৃবৃন্দ প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগীতা প্রদান করবেন। উপজেলা মৎস্য অফিস বাজারের খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করে মৎস্য অধিদপ্তরের কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে থাকেন। পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে গুণগতমানসম্পন্ন খাবার সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং সে অনুযায়ী চাষিদের পরামর্শ প্রদান করবেন।

২.৫ উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন

উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন হলো- চাষ, আহরণ ও আহরণোত্তর পর্যায়ে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত নিয়মাবলি অনুসরণ করে দূষণমুক্ত ও নিরাপদ মাছ উৎপাদন করা। তবে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং পরিবেশ সহনীয় হতে হবে। সামগ্রিকভাবে খামার পরিকল্পনা, পুকুর তৈরি, পোনার মান, খাদ্য ও পানির গুণাগুণ ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও আহরণোত্তর পরিচর্যা, পরিবহন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সবই **উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন** এর আওতায় আসে। প্রকল্পে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৩. সিআইজিতে মাছচাষ কার্যক্রমে পরিবেশগত সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ:

৩.১ মাছ চাষকালীন পরিবেশগত সমস্যাসমূহ
৩.২ মাছ আহরণোত্তর পরিবেশগত সমস্যাসমূহ

৩.১ মাছ চাষকালীন পরিবেশগত সমস্যাসমূহ

নিম্নলিখিত উপাদান/উপকরণগুলোর নিম্নমান, যথেচ্ছ ব্যবহার, অননুমোদিত মাত্রা ইত্যাদি পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং মাছচাষ লাভজনক হয় না । যেমন-

- সঠিক প্রজাতির মাছ নির্বাচন না করা এবং নিম্নমানের পোনা মজুত;
- নিম্নমানের সার, চুন ও খাদ্য প্রয়োগ;

- রোগ নিরাময়ে রাসায়নিক দ্রব্যের (অ্যান্টিবায়োটিক/ঔষধ) ব্যবহার;
- মাছের দ্রুত বর্ধনের জন্য হরমোন জাতীয় খাদ্যোপাদান ব্যবহার;
- নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষায় অনাগ্রহ;
- মাছচাষে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি জীবানমুক্ত না রাখা;
- উপকরণ সংরক্ষণে সতর্কতা অবলম্বন না করা।

৩.২ মাছ আহরণোত্তর পরিবেশগত সমস্যাসমূহ

- ধৃত মাছ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা;
- দূষিত/অপরিষ্কার পানি দিয়ে মাছ ধোয়া;
- অপরিষ্কার যানবাহনে মাছ পরিবহন করা;
- পরিবহনে অপর্যাপ্ত বরফ ব্যবহার বা বরফ ব্যবহার না করা বা নিম্নমানের বরফ ব্যবহার করা;
- অধিক সময় তাজা রাখার জন্য মাছে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার;
- আড়তের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ;
- নিম্নমানের বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ;
- প্রকল্পের মৎস্য আহরণোত্তর সেবা কেন্দ্রে মাছ রাখতে অনীহা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়: ১০.৪৫-১১.৪৫	মেয়াদকাল: ৬০মিনিট

শিরোনাম: মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষা (২): মাছচাষকালীন ও মাছ আহরণোত্তর পরিবেশগত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতাদের করণীয়, কার্যক্রমসমূহ তদারকি ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয়, পরিবেশগত সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফের ভূমিকা

অভীষ্ট দল: সিআইজি নেতৃবৃন্দ

লক্ষ্য: এই অধিবেশনে প্রশীক্ষণার্থীদেরকে পরিবেশগত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় ও পরিবেশগত সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফদের ভূমিকা সম্পর্কে জানানো হবে যেন তারা নিজেরা সমস্যাসমূহ দূরকরতে পারেন ও সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি সদস্যদের সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হন এবং লিফের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারেন।

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- পরিবেশগত সুরক্ষায় চিহ্নিত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে করণীয় সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবেন;
- কার্যক্রমসমূহ তদারকি, তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণে করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারনা পাবেন;
- পরিবেশগত সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৪ মিনিট
	• স্বাগতম • পূর্ববর্তী অধিবেশনের আলোকপাত • বর্তমান অধিবেশনের সাথে সংযোগ • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু	মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষা (২) • মাছচাষকালীন পরিবেশগত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় • মাছ আহরণোত্তর পরিবেশগত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় • কার্যক্রমসমূহ তদারকি ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় • পরিবেশগত সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফের ভূমিকা	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর, ফ্লিপচার্ট, ছকপত্র/ মাল্টিমিডিয়া	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপচার্ট, হ্যান্ডআউট, ভিপকার্ড, মাল্টিমিডিয়া, ইত্যাদি।			

মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষা:

মাছচাষকালীন ও মাছ আহরণোত্তর পরিবেশগত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয়, কার্যক্রমসমূহ তদারকি ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয়, পরিবেশগত সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফের ভূমিকা

১. মাছচাষকালীন পরিবেশগত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয়

১.১ সঠিক প্রজাতি নির্বাচন ও সঠিক ঘনত্বে পোনা মজুত

পুকুরের ধরণ অনুযায়ী মাছের প্রজাতির নির্বাচন এবং সঠিক ঘনত্বের মাছের মজুত পুকুরের পরিবেশ ও মাছের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুকুরের আয়তনের তুলনায় বেশী ঘনত্বে মাছ মজুত করলে পুকুরের পরিবেশ দূষিত হয়। সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ শুধু সঠিক প্রজাতির মাছ নির্বাচনেই নয় গুণগত মান সম্পন্ন পোনার নির্ভরযোগ্য উৎস (যেমন নিকটস্থ সরকারি মৎস্য হ্যাচারি/খামার) সম্পর্কে খামারি/মাছচাষিদের অবহিত করবেন এবং এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

১.২ পুকুর প্রস্তুতিতে পরিবেশ বান্ধব রোটেননের ব্যবহার

পুকুর শুকানো না হলে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ বা প্রাণি দূর করার জন্য রোটেনন পাউডার ব্যবহারে সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ মাছচাষিদের উৎসাহিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। গুণগতমান সম্পন্ন ভালো ব্র্যান্ডের রোটেনন সম্পর্কে খামারী/মাছচাষিদের অবহিত করবেন এবং প্রয়োজনে বাজার থেকে ক্রয় করতে সহযোগীতা করবেন।

১.৩ ভালো মানের ও সঠিক মাত্রায় পরিমিত চুন ব্যবহার

মাছ চাষে চুনের ব্যবহার পরিবেশ বান্ধব। মাছ চাষে চুন এমন একটি উপাদান যা পুকুরের যাবতীয় দূষিত গ্যাস নষ্ট করে, পানির অম্লত্ব দূর করে, পানির অক্সিজেন বৃদ্ধি করে, ঘোলাত্ব দূর করে। সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ ভালোমানের চুন সুপারিশকৃত মাত্রায় ব্যবহারের জন্য খামারি/মাছচাষিদের পরামর্শ প্রদান করবেন। প্রয়োজনে স্থানীয় বাজারের তথ্য নিয়ে খামারি/মাছচাষিদের সহায়তা করবেন।

১.৪ অনুমোদিত সারের পরিমিত ব্যবহার

ব্যবহার বিধি মেনে সঠিক মাত্রায় উৎকৃষ্ট মানের সার প্রয়োগের ব্যাপারে সিআইজি নেতৃবৃন্দ মাছচাষি/খামারীদের উদ্বুদ্ধ করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। চাষিরা সারের ব্যবহারের পর বস্তা/প্যাকেট যেখানে-সেখানে ফেলে দেয়া হয়। এতে পরিবেশ দূষিত হয় এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যায়। এ ব্যাপারে সিআইজি নেতৃবৃন্দ মাছচাষি/খামারীদের সচেতন করবেন।

১.৫ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য নির্বাচন ও সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ:

নিম্নমানের খাদ্য ব্যবহারে পুকুরের পানি দূষিত হয় এবং মাছ ও মানুষ ক্ষতিকর জীবানূর দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাই অনুমেদিত কোম্পানির পুষ্টিসমৃদ্ধ প্যাকেটজাত মৎস্যখাদ্য সংগ্রহ করে ব্যবহার উত্তম। প্যাকেটজাত খাদ্য ক্রয়ের সময় লেবেলিং-এ যাবতীয় তথ্য যেমন-কোন প্রজাতির মাছের খাদ্য, খাদ্যের ধরণ, পুষ্টি উপাদানের প্রোফাইল, প্রস্তুত ও মেয়াদোর্ত্তীণের তারিখ ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা দেখে কিনতে হবে। সুতরাং সিআইজি নেতৃবৃন্দ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য নির্বাচন ও প্রয়োগে খামারি/চাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১.৬ অনুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার

খামারি/মাছচাষিরা মাছের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ নিরাময়ের জন্য অনেক ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারে এন্টিবায়োটিকের অব্যবহৃত অংশের দীর্ঘ মেয়াদী খারাপ প্রভাব জলজ পরিবেশ এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মধ্যেও থেকে যায়। এ ধরনের পরিবেশে উৎপাদিত মাছ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে। আবার খামারি/মাছচাষিদের অজ্ঞতা ও অসচেতনার কারণে অনেক সময় ব্যবহারের পর ঔষধের বোতল/কৌটা/শিশি/স্ট্রিপ যেখানে সেখানে ফেলে দেয় অথবা পুকুরের পানিতে ধুয়ে বাড়িতে ব্যবহার করে। এতে মাছের জন্য পরিবেশ যেমন কলুষিত হয় তেমনি মানুষসহ অন্যান্য জীবের জন্য পরিবেশ অনিরাপরাদ হয়ে পড়ে এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যায়। সিআইজি নেতৃবৃন্দ

খামারি/মাছচাষিদের মাছের রোগ প্রতিরোধে ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিক ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করবেন। কেবল সর্বশেষ উপায় হিসেবে অনুমোদিত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

১.৭ হরমোনযুক্ত খাদ্য ব্যবহার

দীর্ঘ সময়ব্যাপি হরমোনযুক্ত খাদ্য খাওয়ালে মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন-ঘা সৃষ্টি, লিভার ও কিডনির ক্ষতি ইত্যাদি দেখা দেয়। এসব ক্ষতিকর হরমোন মাছের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে এবং স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। সর্বোপরি এর অবশেষ দীর্ঘ সময় পরিবেশে থেকে যায় এবং নীরব ঘাতক হিসেবে কাজ করে। আবার খামারি/মাছচাষিদের অজ্ঞতা ও অসচেতনার কারণে অনেক সময় হরমোনযুক্ত খাদ্য ব্যবহারের পর খালি প্যাকেট যেখানে সেখানে ফেলে দেয়া। এতে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। সিআইজি নেতৃবৃন্দ খামারি/চাষিদের মাছ চাষে হরমোনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করবেন।

১.৮ প্রোবায়োটিকের ব্যবহার

যেসব জীবিত অনুজীব পোষকের সমস্ত (মাছ, চিংড়ি, মানুষ ইত্যাদি যে কোন প্রাণী) দেহে ও পরিবেশে উপস্থিতি থেকে পোষককে ক্ষতিকর রোগ জীবানু থেকে সুরক্ষা দেয় ও পোষকের দৈহিক বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে সেসব উপকারি অনুজীবকেই প্রোবায়োটিক নামে অভিহিত করা হয়। সহজ কথায়, প্রোবায়োটিক হচ্ছে উপকারি বন্ধু অনুজীব (প্রধানত: ব্যাকটেরিয়া জাতীয়) যাদের উপস্থিতিতে ক্ষতিকর অনুজীব দমন করা যায় এবং এদের ক্ষতি করার ক্ষমতাও কমানো যায়। এন্টিবায়োটিকের অপরিমিত ও অবাধ প্রয়োগের ফলে ক্ষতিকর জীবানুর নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। ফলে এক সময় এন্টিবায়োটিকের মাধ্যমে ক্ষতিকর জীবানু আর দমন করা যায় না। তাছাড়া এন্টিবায়োটিক প্রয়োগে তাৎক্ষণিক সমাধান হলেও দীর্ঘমেয়াদে তা মানবদেহে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এজন্যই এন্টিবায়োটিকের বিকল্প হিসাবে প্রোবায়োটিকের ব্যবহার অধিক যৌক্তিক এবং স্থায়িত্বশীল বলে বিবেচিত হচ্ছে। কেবল পরিবেশের উপকারী এবং অপকারী অনুজীবের ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলেই পরিবেশ দূষিত হয়, উপকারী অনুজীবের বৃদ্ধির অনুকূলে পরিবেশ বিনষ্ট হয়, চাষযোগ্য মাছে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশ: আরও অন্য সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে। তাই কেবল দূষিত পরিবেশে বা রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য নয় বরং সুস্থ্য ও স্বাভাবিক সময়কালেও মাছ ও চিংড়ি চাষে নিয়মিত প্রোবায়োটিকের পরিমিত ব্যবহার করা উচিত। নিম্নে প্রোবায়োটিকের উপকারিতা উল্লেখ করা হলো-

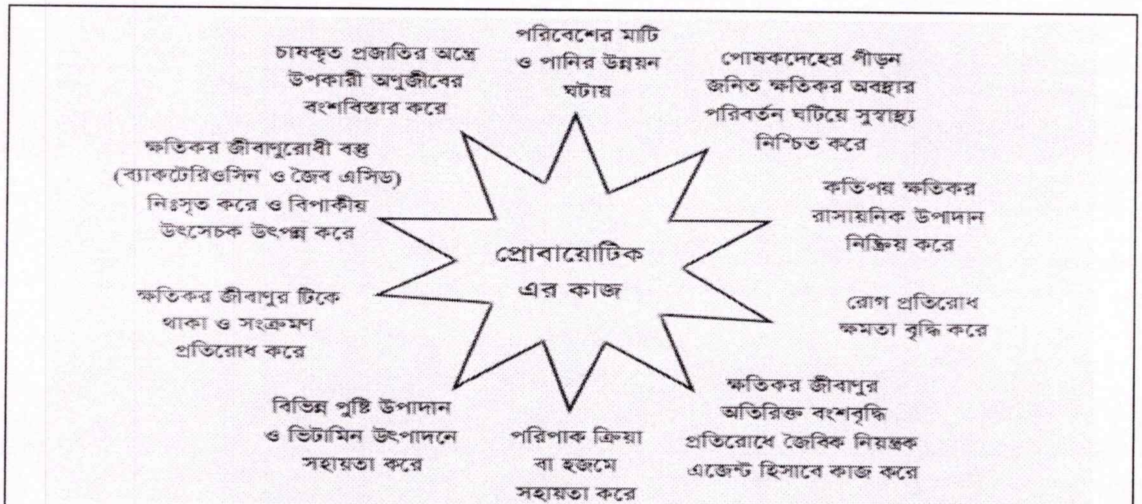

১.৯ নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা

মাছ চাষের জন্য পানির পিএইচ, অ্যামোনিয়া, দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রভৃতির মাত্রা অস্বাভাবিক কমবেশি হলেই মাছের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন-মাছের রোগ ও মড়ক দেখা দেয়। ফলে মাছের উৎপাদন কমে যায়। খামারী/চাষিরা প্রকল্পের লিফদের সাহায্য নিয়ে টেস্ট কিটের (Test kit) এর মাধ্যমে উপরিউক্ত উপাদানগুলোর মাত্রা পরিমাপ করে পানির গুণাগুণ

জানতে পারেন এবং সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে মাছ চাষের অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারেন। সিআইজি নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে খামারী/চাষিদের সচেতন করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

১.১০ মাছচাষে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি জীবানুমুক্ত রাখা

দূষণ এড়ানোর জন্য মাছচাষ কার্যক্রমে ব্যবহৃত সকল প্রকার সরঞ্জাম/উপকরণ যেমন- জাল, মাছ রাখার পাত্র, দাড়িপাল্লা ইত্যাদি পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে জীবানুমুক্ত রাখতে হবে। এ বিষয়ে সিআইজি নেতৃবৃন্দ মাছচাষিদের সচেতন করবেন।

১.১১ উপকরণ সঠিকভাবে সংরক্ষণ/গুদামজাতকরণ

উপকরণসমূহ পরিষ্কার, শুকনো, নির্বিঘ্নে বায়ু চলাচল করতে পারে এমন স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। তেলাপোকা, ছুঁচো, ইঁদুর, বেজি, পাখি ইত্যাদি সংরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করলে উপকরণসমূহ জীবানু দ্বারা সংক্রামিত হয়। জীবানু সংক্রামিত উপকরণ ব্যবহারে মাছ সহজেই রোগে আক্রান্ত হয় ফলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। সিআইজি'র নেতাগণ মাছচাষিদের উপকরণসমূহ সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

১.১২ উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন

> খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি চাষের পরিবেশের সংগে সরাসরি সম্পর্কিত হওয়ায় মাছ চাষে সফলতা অর্জন অনেকাংশেই চাষের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতার সংগে ওতপ্রতভাবে জড়িত। চাষ পর্যায়ে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের এই কাজটি গুড এ্যাকুয়াকালচার প্রাকটিস বা উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

২. মাছ আহরণোত্তর পরিবেশগত সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয়

২.১ ধৃত মাছ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন/স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা

ধৃত মাছ মাটিতে, চটের বস্তা বা বাঁশের তৈরি চাটাইয়ে না রেখে পরিষ্কার পাত্র বা মাদুর এবং পরিষ্কার স্থানে রাখা। মাটিতে রাখলে মাছ রোগ জীবানুর দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে, যেমন-গোবর, হাসঁ-মুরগির বিষ্ঠা ইত্যাদি। এতে মাছের গুণগতমান নষ্ট হয়, দ্রুত পচনকে প্রভাবিত করে এবং পচা মাছের দুর্গন্ধে পরিবেশ দূষিত হয়। এতে মাছচাষি মাছের কাঙ্খিত বাজারমূল্য না পেয়ে আর্থিক ক্ষতির সম্মূখীন হয়। সুতরাং সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে খামারি/মাছ চাষিদের সচেতন করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

২.২ টিউবওয়েলের পানি দিয়ে ধৃত মাছ ধুয়ে মাছ পরিবহন করা

সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ খামারি/মাছচাষিদের টিউবওয়েলের পানি দিয়ে মাছ ধুয়ে পরিবহন ও বাজারজাতকরণের ব্যাপারে সচেতন করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

২.৩ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যানবাহনে মাছ পরিবহন করা

মাছ পরিবহনের পূর্বে পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত রিক্সা–ভ্যান, পিক-আপ ও অন্যান্য স্থানীয় যানবাহন জীবাণুনাশক পদার্থ (যেমন ব্লিচিং পাইডার, ডিটারজেন্ট) দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা। এতে মাছের গুণাগত মান ঠিক থাকে এবং পরিবেশও দূষিত হয় না। সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ জীবানুমুক্ত যানবাহনে পরিবহনের সুফল সম্পর্কে খামারি/মাছচাষিদের সচেতন করবেন।

২.৪ অধিক সময় সতেজ রাখতে মাছে রাসায়নিক দ্রব্য পরিহার করা

মাছ ধরা থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত অধিক সময় সতেজ রাখার জন্য অসাধু খামারি/মাছচাষিরা অনেক সময় ফরমালিন ব্যবহার করে থাকে। এতে মাছ সহজেই পচে না এবং অধিক সময় সতেজ থাকে। মাছে ফরমালিন ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ মাছে ফরমালিন ব্যবহারে ক্ষতিকর দিক/স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করবেন।

২.৫ মাছ পরিবহনে বরফ ব্যবহার

মাছ পরিবহনের সময় বরফ ব্যবহারে ৩টি বিষয় নিশ্চিত করা । যথা:

- বরফের গুণগতমান
- পর্যাপ্ত বরফের ব্যবহার ও
- সঠিক মাত্রায় ব্যবহার।

উপরিউক্ত তিনটির মধ্যে যে কোন একটির অনুপস্থিতিতে মাছে দ্রুত পচন শুরু হয় এবং মাছের বাজারমূল্য কমে যায়। পচা মাছের দুর্গন্ধে পরিবেশও দূষিত হয়। তাই সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ বরফের মান ও ব্যবহারবিধি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং নিকটবর্তী এলাকার ভালোমানের বরফের উৎস সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

২.৬ উন্নতমানের আড়তে মাছ রাখা

আড়তের পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণগুলো হলো-

- পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না থাকা;
- ব্যবহৃত পাত্র, বাক্স/প্যাকেট, ড্রাম ইত্যাদি যেখানে সেখানে ফেলে রাখা;
- মেঝে ভেজা স্যাঁতস্যাতে, নোংরা/ময়লা থাকা;
- নলকূপের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকা;
- আড়তে সংলগ্ন স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার না থাকা;
- পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা না থাকা;
- নিম্নমানের বরফে মাছ সংরক্ষণ করা।

যে সমস্ত আড়তে উপরিউক্ত ভৌত অবকাঠামোগত বিষয়সমূহ বর্তমান অর্থাৎ পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা, নলকূপের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, মেঝে শুকনো ও পরিষ্কার, শৌচাগারের ব্যবস্থা, উন্নতমানের বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি সে সকল আড়তের মালিকের সাথে সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ পূর্বেই আলোচনা করে মাছ রাখার ব্যবস্থা করবেন। যেসব উপজেলায় মৎস্যভিত্তিক প্রডিউসার অর্গানাইজেশন কার্যক্রম আছে সেক্ষেত্রে সিআইজি'র নেতারা উৎপাদিত মাছ বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং তা বাস্তবায়ন করবেন। পরিকল্পনা তৈরির সময় সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ খামারি/মাছ চাষি ও ভোক্তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রধান্য দিবেন।

৩. পরিবেশগত সুরক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণে সিআইজি নেতাদের করণীয় :

সিআইজির মাছচাষ কার্যক্রমে পরিবেশগত সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি, তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও তা সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্য সংরক্ষণ করলে ভবিষ্যতে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায়। আবার সংরক্ষিত সকল তথ্য প্রকল্পে ব্যবহার/উপজেলা প্রতিবেদন তৈরির জন্য উপজেলা কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা যায়। সিআইজি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট নেতারা এ কাজটি করতে পারেন।

৪. মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফদের ভূমিকা:

মাছচাষে পরিবেশগত সুরক্ষায় ইউনিয়ন পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (Focal point) হলেন লিফ। সুতরাং পরিবেশগত সুরক্ষার জন্য লিফ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

৪.১ প্রদর্শনী পুকুর ও মাছচাষের অন্যান্য পুকুর

প্রদর্শনী পুকুরের সীমিত পরিবেশগত মূল্যায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনসহ প্রদর্শনী পুকুর মালিকদের পুকুরের পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। যেমন-

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রদর্শনী পুকুরের "পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রণয়নে সহযোগিতা;
- প্রদর্শনী পুকুরে গুণগতমান সম্পন্ন পরিমিত খাদ্য প্রয়োগে পরামর্শ প্রদান ;
- প্রদর্শনী পুকুরের পুকুরের পাড় নীচু, ভাঙ্গা বা ছিদ্র থাকলে তা ঠিক করার পরামর্শ প্রদান;

- প্রদর্শনী পুকুরটি যাতে বন্যা কবলিত না হয় সেজন্য পাড় উঁচু করার পরামর্শ প্রদান;
- বৃষ্টির সময় আশপাশের বাড়ির আঙ্গিনার ধোয়া নোংরা পানি/ময়লা/আবর্জনা যাতে পুকুরে না পরে সেজন্য পুকুর মালিকদের সতর্ক করা;
- আশপাশের বাড়ির গোয়াল ঘরের বর্জ্য, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা যাতে পুকুরে না পরে সে বিষয়ে পুকুর মালিকদের সতর্ক করা;
- পুকুর পাড়ে পায়খানা/প্রস্রাবখানা থাকলে তা অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি।

৪.২ জলজ প্রাণীর জীববৈচিত্র সংরক্ষণ

"উত্তম মাছচাষ অনুশীলন" না করলে পুকুরের জলজ প্রাণীর জীববৈচিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন, মাত্রাতিরিক্ত চুন প্রয়োগ করলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যেতে পারে। প্রকল্প অনুমোদিত প্রজাতির মাছ ব্যতিত অন্য কোন প্রজাতির মাছ পুকুরে যাতে না ছাড়ে সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবেন এবং সম্ভব হলে জাল টেনে তা পরীক্ষা করবেন।

৪.৩ এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড -২ ও এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড -৩

এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ (যেমন এ্যারেটর, অটো-ভ্যান, পানির পাম্প, জাল/খাঁচা ইত্যাদি), ও এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ (যেমন মাঝারী বা বড় আকারে মৎস্য খাদ্য তৈরির পেলেটিং মেশিন, বরফ কল, মাছ পরিবহন ভ্যান ইত্যাদি) বাস্তবায়নে পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করবেন। যেমন, পানি পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত রি-এজেন্টের খালি বোতল যেখানে সেখানে না ফেলে মাটিতে পুঁতে রাখতে চাষিদের পরামর্শ প্রদান করবেন। বরফ কল স্থানের কাছাকাছি যাতে শৌচাগার না থাকে এ বিষয়ে কল মালিককে সতর্ক করবেন।

৪.৪ বিল ব্যবস্থাপনা

বিল ব্যবস্থাপনায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে বিলের চারপাশের সিআইজি, অন্যান্য মাছচাষি, সংশ্লিষ্টব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানকে সচেতন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। যেমন- বিলের আশপাশে কোন হাট বা বাজার থাকলে সেখানকার ময়লা আবর্জনা, পশুর বর্জ্য ইত্যাদি বিলে না ফেলার ব্যাপারে হাট বা বাজার সমিতিকে পরামর্শ দিবেন। বিলে যারা মাছ ধরে তাদের মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন মেনে চলার জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন।

৪.৫ পরিবেশগত সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহে তদারকি ও প্রতিবেদন প্রণয়নে সহযোগিতা

- সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক প্রদর্শনী পুকুরসহ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমে পরিবেশগত সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয় তদারকি করা। সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয় কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক প্রযোজ্য পরিবেশগত সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করা।
- প্রকল্পের সকল কাজে পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্দ্যোগী ভূমিকা পালন ও মাছচাষিদের পরামর্শ প্রদান করা।

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়ঃ ১১.৪৫-১২.৪৫	মেয়াদকালঃ ৬০মিনিট

শিরোনামঃ মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা(১): জেন্ডর, জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার চাহিদা সম্পর্কে ধারণা, নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ধারণা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষমতায়নের কৌশল

অভীষ্ট দলঃ সিআইজি নেতৃবৃন্দ

লক্ষ্যঃ এই অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে জেন্ডার, জেন্ডার ভূমিকাও জেন্ডার চাহিদা নিরুপন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রকল্পে নারী এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে এমনভাবে জানানো হবে যেন তারা তাদের নিজ নিজ সিআইজসমূহকে এসব ব্যাপারে বলতে পারেন এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এসবের প্রতিফলন ঘটাতে পারেন।

উদ্দেশ্যঃ এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- জেন্ডার কী, জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার চাহিদা নিরুপন সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং সিআইজির মাসিক সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হবেন;
- নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে নিজে সচেতন হবেন এবং সিআইজির সদস্যদের সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন;
- নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ গ্রহনে উদ্দ্যোগী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৪ মিনিট
	• স্বাগতম • পূর্ববর্তী অধিবেশনের আলোকপাত • বর্তমান অধিবেশনের সাথে সংযোগ • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু	মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা(১) • জেন্ডর, জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার চাহিদা সম্পর্কে ধারণা • নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ধারণা • নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষমতায়নের কৌশল	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর, ফ্লিপচার্ট,ছকপত্র/ মাল্টিমিডিয়া	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রীঃ হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, হ্যান্ডআউট / মাল্টিমিডিয়া, ইত্যাদি।			

মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা:

জেন্ডর সম্পর্কে ধারণা, জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার চাহিদা নিরুপন, নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে ধারণা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষমতায়নের কৌশল

১. জেন্ডার

জেন্ডার শব্দটির অর্থ অভিধানের ভাষায় লিঙ্গ বলা হয়। সাধারণত ব্যাকরণেও জেন্ডার শব্দটি ব্যবহৃত হয় লিঙ্গ চিহ্নিত করার জন্য, যেমন- পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লিবলিঙ্গ, ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে জেন্ডার এবং সেক্স একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও সাম্প্রতিককালে উন্নয়ন কর্মকান্ডে জেন্ডারের ভিন্ন ও ব্যাপকতর অর্থ নির্দেশিত হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাই জেন্ডার এবং সেক্সের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরষের বৈশিষ্ট্য সূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য কিংবা শরীরবৃত্তিয়ভাবে নির্ধারিত নারী ও পুরুয়ের বৈশিষ্ট্য যা জন্মগত এবং সাধারণত অপরিবর্তনীয়।

জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী ও পুরষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী ও পুরুষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ-সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন/বিভিন্ন হয়ে থাকে।

বস্তুত নারী ও পুরুষ এই বিপরীত লিঙ্গের মধ্যকার সম্পর্কের সামাজিক রূপই হচ্ছে জেন্ডার। এক কথায় জেন্ডার হচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সমাজ সৃষ্ট সম্পর্ক এবং লিঙ্গ হচ্ছে নারী ও পুরুষের জন্মগত বা জৈবিক বৈশিষ্ট্য।

জেন্ডার সম্পর্ক সংস্কৃতি, জাতি, ধর্ম শ্রেণী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হলেও গোটা বিশ্বজুড়ে দুটি গুরত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সাধারণত অভিন্ন অবস্থা বিদ্যমান। নারী-পুরুষের দৈনন্দিন কাজ, দায়-দায়িত্ব, ব্যবহৃত সময়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা বা অসমতা অর্থাৎ জেন্ডারভিত্তিক শ্রম বিভাগ। দ্বিতীয়ত পুরুষের তুলনায় সম্পত্তি, অধিকার, পছন্দ, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর দুর্বল অবস্থা, বা সুযোগের অভাব অর্থাৎ সমাজে নারীর অমর্যাদাজনক বা দুর্বল অবস্থান।

১.১.জেন্ডার ভূমিকা

পৃথিবীতে নারী এবং পুরুষ যে কাজগুলো করে তাদের এক কথায় বলে জেন্ডার ভূমিকা।

জেন্ডার ভূমিকা তিন ধরনের-

১.১.১ পুনঃ উৎপাদনমূলক (গৃহস্থালি) ভূমিকা
১.১.২ উৎপাদনমূলক (আয়মূলক) ভূমিকা
১.১.৩ সামাজিক ভূমিকা

১.১.১ পুনঃ উৎপাদনমূলক ভূমিকা

এ জাতীয় কাজগুলো কোন বিনিময় মূল্য ছাড়াই নিজেদের প্রয়োজনে করা হয়ে থাকে। যেমন-সন্তান ধারণ ও লালন পালন, বাড়িঘর রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যামূলক কাজ (যেমন দাদা-দাদী, নানা-নানী, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ির পরিচর্যা), বর্তমান (স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, দেবর, ননদ, ইত্যাদি), ভবিষ্যত (পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী)।

জীবন ধারণ ও মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এ জাতীয় কাজ অপরিহার্য। এ কাজগুলো নিজেদের প্রয়োজন করা হয় এবং সাধারণত এ কাজগুলো নারীরাই করে থাকে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে পুরুষের অংশগ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে।

১.১.২ উৎপাদনমূলক (আয়মূলক) ভূমিকা

যে কাজ করলে আয় হয় সে সব কাজগুলোকে এক কথায় উৎপাদনমূলক ভূমিকা বলে। এই আয় সরাসরি অর্থের মাধ্যমে হতে পারে আবার দ্রব্যের মাধ্যমেও হতে পারে যার কিছু না কিছু বিনিময় মূল্য আছে। যেমন -চাকুরী করা, ব্যবসা করা, রিক্সা চালানো, ইট ভাঙ্গা, ইত্যাদি। সরাসরি অর্থের সাথে জড়িত বলে এ জাতীয় কাজ সব সময় গুরুত্ব পেয়ে থাকে এবং যারা এ ধরণের কাজের সাথে যুক্ত তাদের মর্যাদা বেশি। আমাদের সমাজে আয়মূলক কাজের সাথে সাধারণত পুরুষেরাই বেশি যুক্ত।

১.১.৩ সামাজিক ভূমিকা

যে সব কাজ কোন বিনিময় মূল্য ছাড়াই সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয় তা হলো সামাজিক ভূমিকা। এই ভূমিকা মূলত দুই ধরনের।

১.১.৩.১ সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা

১.১.৩.২ সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা।

১.১.৩.১ সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা

অর্থ বা পারিশ্রমিক ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সকলের স্বার্থে যা করা হয় তা হলো সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা। যেমন গ্রামের সকলে বা কয়েকজন অথবা একাই পুরাতন সাঁকো ও রাস্তা মেরামত, বাধ নির্মাণ, মৃত্যুবাষিকী পালন, ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের সাহায্য সহযোগিতা করা। নারী-পুরুষ উভয়েই এই ভূমিকায় অংশ নিতে পারে।

১.১.৩.২ সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা

সমাজের কল্যাণার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে যে ভূমিকা পালন করা হয় তা হলো সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের প্রধান দিক। যেমন ইউনিয়ন পরিষদের কর্মসূচী, কোথায় স্কুল/রাস্তা হবে, ইত্যাদি। মোটকথা সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা হলো সামাজিক ব্যবস্থাপনা ভূমিকা আর সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা ঐ কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সাধারণত পুরুষেরা উৎপাদনমূলক এবং সামাজিক ভূমিকা ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে এবং নারীরা পুনঃ উৎপাদনমূলক, সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে এবং তিনটি ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে।

১.২ জেন্ডার চাহিদা

চাহিদা বলতে মানুষের জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের প্রয়োজনীয়তাকে বুঝি। সাধারণ চাহিদা ও জেন্ডার চাহিদার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। জেন্ডার চাহিদা কেবল নারীদের দেশ কাল অবস্থানগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও বিশ্বব্যাপী এখনও নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক দূর্বল অবস্থায় আছে এবং এই কারণেই জেন্ডার চাহিদা প্রধানত নারীদের হয়ে থাকে। জেন্ডার চাহিদা দুই ধরনের -

১.২.১ বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা এবং

১.১.২ কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা।

১.২.১ বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা

নারীর প্রাত্যহিক জীবনযাপন ও তার কাজ-কর্ম সম্পাদনের বাস্তব সমস্যা থেকে উদ্ভূত হয় বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা। একজন নারী (সকাল থেকে রাত) তার দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করতে গিয়ে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ নারীরা তাদের তিন ধরনের ভূমিকা পালনে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়, বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তা দূর করা সম্ভব। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীর প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা পালন সহজতর হয়। কাজের বোঝা হ্রাস পায়। ফলে জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়, দায়িত্ব আরও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারে। যেমন, নারীর দূর থেকে খাবার পানি সংগ্রহের কষ্ট লাঘবের জন্য বাড়িতে টিউবওয়েল বা পাকা কুয়া স্থাপন, উন্নত চুল্লী সরবরাহের মাধ্যমে জ্বালানি ও শ্রমের সাশ্রয় করা, নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, নারীকে আয় উপার্জনমূলক কাজে জড়িত করে সংসারের অভাব কিছুটা দুর করা, ইত্যাদি হলো জেন্ডার চাহিদা পূরণের নমুনা।

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীর অবস্থানের উন্নয়ন ঘটলেও তা কিন্তু সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে না। অর্থাৎ নারী-পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা পরিবর্তনে সরাসরি সহায়তা করে না। এই চাহিদা সহজে পূরণ করা সম্ভব এবং চাহিদা পূরণের উপকরণ বা উপায়গুলো প্রত্যাহার করে নিলে নারীর অবস্থা আবার পূর্বের মত হয়ে পড়ে।

১.২.২ কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা

সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর দুর্বল অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন থেকে নারীর কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার উদ্ভব। পুরুষের তুলনায় নারীর অধস্তন অবস্থার বিশ্লেষণ এবং তা মোকাবেলা করার জন্য কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা চিহ্নিত করা হয়। মোটকথা ক্ষমতা, অধিকার, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পছন্দ ও সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা বা বৈষম্য দুর করার জন্য যে চাহিদার উদ্ভব হয় সেটা হলো কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা। জেন্ডার শ্রম বিভাগ, ক্ষমতা, মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, আইনগত অধিকার অর্জন, সমান মজুরি প্রাপ্তি, সম্পদে মালিকানা ও নিজ আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ, নিজ দেহ ও প্রজননের ওপর আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার, পারিবারিক নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ, ইত্যাদি কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেহেতু এই জেন্ডার চাহিদা নারীর মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, অধিকার, ক্ষমতা, ইত্যাদি অর্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই এটা পূরণ অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ। এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা।

২. নারীর ক্ষমতায়ন

২.১ ক্ষমতায়নের ধারণা

ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা মানুষ নিজের জীবন ও জীবিকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। বিশেষত ক্ষমতায়ন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং প্রভাবিত করার অধিকার, সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। এর জন্য দরকার জ্ঞান, আত্ম সম্মান এবং আত্মবিশ্বাস। ক্ষমতায়ন মানে মানুষের সামর্থ্য লাভ। আর সামর্থ্য হলো সকল অধিকার নিয়ে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে পারা। ক্ষমতায়ন মানে নিয়ন্ত্রণও। বিভিন্ন সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ, যাতে সে ভালোভাবে জীবিকা ধারণ করতে পারেন। জ্ঞানের ওপর নিয়ন্ত্রণ, যাতে সে নিজে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ, যাতে সে প্রতিষ্ঠান থেকে গুণে ও মানে দরকারি সেবা নিতে পারেন। সেইসাথে ক্ষমতায়ন মানে অংশগ্রহণ। উন্নয়ন কর্মকান্ডের বা ব্যবসায়িক পরিচালনা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ। যাতে সে উন্নয়নের বা ব্যবসার সুফল সমভাবে ভোগ করতে পারেন। ক্ষমতায়নে মানুষ সচেতন, আত্ম-বিশ্বাসী এবং আত্ম-মর্যাদাবান হন।

২.২ নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন মানে তাদের জীবন ও জীবিকার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভের একটি প্রক্রিয়া। একজন নারী হিসেবে স্বাধীনভাবে মতামত দেয়ার সামর্থ্য লাভ। উৎপাদনকারি (মাছ চাষি) হিসাবে নারী যেন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত দিতে ও নিতে পারেন। উন্নয়নে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। সরকারের নীতি ও অন্যান্য সহায়তা পেতে পারেন। ক্ষমতায়নে নারীরা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে দরকষাকষি করার শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করেন। ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। তিনি সচেতন, আত্ম-বিশ্বাসী ও মর্যাদাবান হন। সেই সঙ্গে নারীরা যে সমস্ত সেক্টরে কর্মরত থাকেন সেসব সেক্টরে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নারীর সমসুযোগ আদায়ে ব্রতী হন।

২.৩ নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত (যেমন মাছ চাষ) নারীদের নানা ধরনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। উৎপাদনশীল সেক্টরে নারীদের ভূমিকাকে আরো বিস্তৃত করার জন্য তাদের ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে। নিম্নে নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো-

- নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ভুল প্রমাণিত করতে;
- নারীদের ন্যায্য অধিকার ও সমসুযোগ আদায়ের জন্য;
- পুরুষ উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য;
- ব্যবসায়িক কাজে স্বাধীনভাবে মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য;

- উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করা ও সঠিক মূল্য পাওয়ার জন্য;
- ব্যবসার প্রয়োজনীয় উপকরণ (Input) সঠিক মূল্যে পাওয়ার জন্য;
- উৎপাদিত পণ্য বিক্রির বিষয়ে দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য;
- সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা প্রাপ্তির জন্য;
- নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কাজের স্বীকৃতি অর্জনের জন্য;
- সর্বোপরি নারীদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা দূর করার জন্য।

২.৪ ক্ষমতায়নের উপায়/কৌশল

মানুষের ক্ষমতায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া। আগেই বলা হয়েছে যে, ক্ষমতায়ন কোনো কর্মসূচি নয়। এটি একটি সামাজিক - অর্থনৈতিক - সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য প্রথম দরকার তাদের মানসিকতার পরিবর্তন।
নিচে ক্ষমতায়নের কয়েকটি উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

- নারীদের সংগঠনে/দলে (যেমন সিআইজি) অন্তর্ভুক্ত করা;
- নারীদের সচেতনতা বাড়ানো;
- নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সাংগঠনিক একতাবোধ বাড়ানো;
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সাংগঠনিক একতাবোধ বাড়ানো;
- ব্যবসায়িক উন্নয়নে তথ্য-প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা সৃষ্টি;
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন সেবার সুযোগ গ্রহণ করা;
- পণ্যের (যেমন মাছ, সব্জি, গরু ইত্যাদি) মার্কেট ব্যবস্থার উপর নারী উদ্যোক্তাদের সমনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা;
- ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা ও দায়িত্বশীল হওয়া;
- যুক্তির ভিত্তিতে কাজ করা;
- সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা;
- কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- বহুমাত্রিক কাজে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি।

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়: ১২:০০-১৩:০০	মেয়াদকাল: ৬০মিনিট

শিরোনাম: মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা (২): মাছ চাষে নারীর অংশগ্রহণের ওপর আলোকপাত, প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণের ওপর আলোকপাত, প্রকল্পে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ওপর আলোকপাত, সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কে ধারণা, সামাজিক সুরক্ষায় সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ

অভীষ্ট দল: সিআইজি নেতৃবৃন্দ

লক্ষ্য: এই অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীগণকে মাছচাষে নারীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পে নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কে ধারণা এবং মাছ চাষে সামাজিক সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ সম্পর্কে এমনভাবে জানানো যাতে তারা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে নিজ নিজ সিআইজিতে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এসবের প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- মাছচাষে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানতে পাবেন;
- প্রকল্পে নারী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন এবং তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন;
- সিআইজিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে প্রকল্পের সেবার আওতায় এনে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হবেন;
- মাছ চাষ কার্যক্রমে সামাজিক সুরক্ষা বলতে কী বুঝায় তা বলতে ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন;
- মাছ চাষে সামাজিক সম্ভাব্য সমস্যাবসমূহ নিজেরা চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন এবং সিআইজির সদস্যদের এ বিষয়ে সহায়তা প্রদানে সক্ষম হবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৪ মিনিট
	• স্বাগতম • পূর্ববর্তী অধিবেশনের আলোকপাত • বর্তমান অধিবেশনের সাথে সংযোগ • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু	মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা(২) • মাছ চাষে নারীর অংশগ্রহণের ওপর আলোকপাত • প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণের ওপর আলোকপাত • প্রকল্পে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ওপর আলোকপাত • সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কে ধারণা • সামাজিক সুরক্ষায় সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর, ফ্লিপচার্ট,ছকপত্র/ মাল্টিমিডিয়া	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুনরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ	প্রশ্নোত্তর	৬ মিনিট

	• ধন্যবাদ জ্ঞাপন		
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, নিউজপ্রিন্ট, হ্যান্ডআউট, মাল্টিমিডিয়া, ইত্যাদি।			

মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা:

মাছ চাষে নারীর অংশগ্রহণের ওপর আলোকপাত, প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণের ওপর আলোকপাত, প্রকল্পে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ওপর আলোকপাত, সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কে ধারণা, সামাজিক সুরক্ষায় সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ

১. মাছচাষে নারী

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ৩৬.৩ নম্বর অনুচ্ছেদে কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করার বিষয়ে উল্লেখ আছে। অপরদিকে, জাতীয় মৎস্যনীতি ১৯৯৮ ও জাতীয় মৎস্য কৌশল ২০০৬ এর আলোকে ইতোমধ্যেই গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কৌশল ও নীতিমালায় মৎস্যচাষ ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকান্ডে সুফলভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ অগ্রাধিকার ও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। জাতীয় মৎস্যনীতির উদ্দেশ্যবলীর মধ্যে অন্যতম হল :

- মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও মৎস্যজীবিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন; এবং
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন, মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন কর্যক্রমে নিয়োজিত থেকে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে। বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তর অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার সাথে সম্মিলিতভাবে বাড়ির আঙ্গিনাস্থ পুকুরে পুষ্টিসমৃদ্ধ ছোট মাছ চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফলে পারিবারিক আয়বৃদ্ধি, মহিলা/শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও সামাজিকভাবে নারীদের ক্ষমতায়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ: নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য সেক্টরের অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্রসমূহ, যেখানে আরো অধিকসংখ্যক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে, হলো:

- বসতবাড়ি সংলগ্ন পুকুরে সমন্বিত ও পরিবেশবান্ধব মাছ ও চিংড়ি চাষ এবং পোনা প্রতিপালন;
- সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও খাঁচায় মাছচাষ;
- জলমহল ব্যবস্থাপনা, বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা;
- মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম তৈরি ও বিপনন;
- হাওড়-বাঁওড় ও খাল-বিলে মাছ ধরার মৌসুমে অতিরিক্ত মাছ ও চিংড়ির স্বাস্থ্যসম্মত শুটকিকরণ;
- পারিবারিক পর্যায়ে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও সহজলভ্য উপকরণের মাধ্যমে গুণগুত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য প্রস্তুতকরণ;
- মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় কর্মী হিসাবে; এবং
- সেক্টর-সংশ্লিষ্ট বিকল্প কর্মসংস্থান।

২. প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণ:

প্রকল্পের বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রায় সিআইজি সদস্যদের মধ্যে ৩৫% নারী সদস্য হিসেবে প্রকল্পের সেবার আওতায় আনা। নারীদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করার জন্য লক্ষ্যে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। যেমন, প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ, এআইএফ-২, এআইএফ-৩, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, কর্মশালা ইত্যাদি। মাছ চাষের মত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের

অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত হচ্ছে। এতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির সাথে সাথে মৎস্য সেক্টরের মত উন্নয়ন কর্মকান্ডে জেন্ডার সমতাকরণের কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জিত হবে। ইতোমধ্যে সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত ছকপত্র মোতাবেক সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারী সিআইজির নারী সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। একইসাথে সিআইজির কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারী সদস্যসহ সভানেত্রী, সম্পাদিকা, ক্যাশিয়ার ইত্যাদি বিভিন্ন পদে যারা অধিষ্ঠিত আছেন তার সংখ্যাও নির্ণয় করেছেন। সিআইজির কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারীদের অন্তর্ভূক্তি, নেতৃত্ব উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যদা বৃদ্ধি করে। উপজেলা অফিসেও এদ্‌সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংরক্ষিত আছে।

৩. প্রকল্পে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ:

প্রকল্পের সুফল যাতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর হাতে পৌঁছে সে জন্য তাদেরকে সিআইজির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রকল্প বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে প্রকল্পের আওতায় আনতে না পারলে তারা উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না। প্রকারান্তরে রাষ্ট্রের উন্নয়নের মূলধারায় প্রবেশ করতে পারবে না। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত ছকপত্র মোতাবেক উপজেলা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা/ক্ষেত্র সহকারী সিআইজি গঠনের পর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। উপজেলা মৎস্য অফিসেও এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্যাবলি সংরক্ষিত আছে।

৪. সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কে ধারণা:

সামাজিক সমস্যা হলো এমন একটি নেতিবাচক বিষয় যা সমাজে বসবাসকারী মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাঁধা সৃষ্টি করে। এটি সামাজিক জীবনযাত্রায় বাঁধা প্রদান করে আবেগীয় ও অর্থনৈতিক ভাবে সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত করে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মাছচাষিরা অধিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। এতে তাদের জীবনযাত্রায় গুণগতমানের পরিবর্তন আসবে। যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হবে। মাছচাষিদের সাথে প্রতিবেশী/এলাকার লোকজনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সামাজিক রেষারেষির কারণ মাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে মাছচাষির জীবন-জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। মাছচাষি, প্রতিবেশি ও এলাকার লোকজনের মধ্যে পরস্পর সুসম্পর্ক বজায় থাকলে সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। সুতারাং, মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা বলতে মাছচাষের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সঠিক পদক্ষেপ ও কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা/ঝুঁকি কমিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৫. সামাজিক সুরক্ষায় সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ

মাছচাষ সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত সামাজিক ঝুঁকি/সমস্যাসমূহ দেখা যায়। যেমন,

- মাছচাষ কার্যক্রমে অধিক সংখ্যাক নারীদের অংশগ্রহণ না করা;
- সিআইজিভূক্ত সদস্য হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ খুবই কম;
- এলাকা ভিত্তিক আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে পুকুরের/বিলের মাছ চুরির সম্ভাবনা ;
- পারিবারিক কিংবা সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত রেষারেষির কারনে পুকুরে বিষ প্রয়োগে মাছ মেরে ফেলা;
- বিলে মাছচাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নারীদের অসচেতনতা এবং অংশগ্রহণ কম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- বিলে মাছের বাসস্থানের উন্নয়ন কার্যক্রমে বাধা অথবা বাসস্থানের ক্ষতি করা(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- যৌথভাবে মাছ ধরা ও বাজারজাতকরণের সময় নিয়ে মতানৈক্য;
- নারী মাছচাষিদের মতামত গ্রহণ না করা অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় না রাখা;
- শিশু শ্রমিক ব্যবহার করা;
- খামারে নিয়োজিত শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি না দেয়া;
- সুফলভোগী নারী সদস্যদের প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে অভিযোগ;
- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুফলভোগী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিযোগ;
- সিআইজি নেতাদের কাছে বাজার সংযোগ সম্পর্কিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা আড়তের ফোন/মেবাইল নম্বর না থাকা;

- সিআইজির অফিস কক্ষ না থাকা বা থাকলেও অপরিসর ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ;
- মাছচাষে হঠাৎ যে কোন আপদ/দুর্যোগে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে ঋণগ্রস্থ হওয়া।

অধিবেশন পরিকল্পনা

সময়: ১৩:০০-১৪:০০	মেয়াদকাল: ৬০মিনিট

শিরোনাম: মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা (৩): সামাজিক সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয়, কার্যক্রমসমূহ তদারকি ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয়, সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফের ভূমিকা

অভীষ্ট দল: সিআইজি নেতৃবৃন্দ

লক্ষ্য: এই অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে মাছচাষে সামাজিক সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় ও সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফদের ভূমিকা সম্পর্কে এমনভাবে জানানো হবে যেন তারা নিজেরা সমস্যাসমূহ দূরীকরণসহ সিআইজি সদস্যদের এ বিষয়ে সহায়তা করতে সক্ষম হন এবং লিফের ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করেন।

উদ্দেশ্য: এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-
- সামাজিক সুরক্ষায় চিহ্নিত সমস্যাবসমূহ দূরীকরণে করণীয় সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবেন;
- কার্যক্রমসমূহ তদারকি, তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণে করণীয় সম্পর্কে সম্যক ধারনা পাবেন;
- সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বিষয়সূচি	আলোচ্য বিষয়	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সময়
ভূমিকা			৪ মিনিট
	• স্বাগতম • পূর্ববর্তী অধিবেশনের আলোকপাত • বর্তমান অধিবেশনের সাথে সংযোগ • উদ্বুদ্ধকরণ	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর	
বিষয়বস্তু	মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা (৩) • সামাজিক সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় • কার্যক্রমসমূহ তদারকি ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় • সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফের ভূমিকা	বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর, ফ্লিপচার্ট,ছকপত্র/ মাল্টিমিডিয়া	৫০ মিনিট
সার-সংক্ষেপ	• উদ্দেশ্য যাচাই • মূল বিষয়গুলো পুণরালোচনা • হ্যান্ডআউট বিতরণ • ধন্যবাদ জ্ঞাপন	প্রশ্নোত্তর	৬ মিনিট
প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী: হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপচার্ট, হ্যান্ডআউট, ভিপকার্ড, মাল্টিমিডিয়া, ইত্যাদি।			

মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষা:

সামাজিক সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতাদের করণীয়, কার্যক্রমসমূহ তদারকি ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণে সিআইজি নেতাদের করণীয়, সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফের ভূমিকা

১. সামাজিক সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয়

মাছচাষ ব্যবস্থাপনায় সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে সিআইজি নেতৃবৃন্দের করণীয় সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১.১ মাছচাষে নারীদের অংগ্রহণবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ

মাছচাষের মাধ্যমে প্রকল্পে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে সিআইজি'র নেতারা সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন। যেমন- পারিবারে কাউন্সেলিং করা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষ সমতা উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি। এতে নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন টেকসই হবে এবং ক্ষমতায়ন ঘটবে। যেমন, নারীদের পারিবারিক-সমাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি, দূরবর্তীস্থানে/সরকারি-বেসরকারি কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর ইত্যাদি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ। কোন পুরুষ সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হলে বা কোন পুরুষ সদস্য সিআইজি থেকে পদত্যাগ করলে শূন্যপদটি নারী সদস্যের অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে পূরণ করার ব্যপারে সিআইজি'র নেতারা উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবেন।

১.২ প্রকল্প কার্যক্রমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সিআইজির সদস্য হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা । এ ধরনের জনগোষ্ঠীদের প্রকল্পের সেবায় এনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং ক্ষমতায়ন ঘটানো। কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হলে বা কোন সদস্য সিআইজি থেকে পদত্যাগ করলে শূন্যপদটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যের অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে পূরণ করার ব্যপারে সিআইজি'র নেতারা উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবেন।

১.৩ মাছ চুরি/বিষ প্রয়োগ বন্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

- আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে এলাকায় চুরি বেড়ে যায়। সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ প্রদর্শনী পুকুরের/খামারের/মাছ চুরির বিষয়টি পূর্বেই বিবেচনায় এনে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য খামারি/পুকুর মালিকদের পরামর্শ দিবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। কোন প্রকার নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ অবহিত করবেন।
- পারিবারিক কিংবা সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে বিষ প্রয়োগে মাছ মেরে ফেলার মত ঘটনা ঘটলে পারস্পারিক আলোচনা, সমঝোতা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সামাজিক বিচার-শালিসীর মাধ্যমে সিআইজি'র নেতারা সমস্যার সমাধান করবেন এবং সিআইজি সদস্যদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

১.৪ এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সিআইজি'র নেতারা এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-২ সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করবেন। যেমন, প্রকল্পের অনুদানে ক্রয় করা সেচ পাম্প, ভাসমান খাদ্য তৈরির মেশিন, মাছ পরিবহন ও বাজারজাতকরণের ভ্যান ইত্যাদি সিআইজিসহ অন্যান্য মাছচাষিরা যাতে ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে সিআইজিতে নীতিমালা প্রণয়নে সিআইজি'র নেতারা সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করবেন।

১.৫ শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতকরণ

পুকুরে/খামারে নিয়োজিত শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী প্রদান করার বিষয়টি সিআইজি'র নেতারা নিশ্চিত করবেন। নারী শ্রমিকরা যাতে শ্রম আইন অনুযায়ী ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সিআইজি'র নেতৃবৃন্দের।

১.৬ শিশুদের দিয়ে খামারে কাজ না করানো

খামারি/মাছচাষিরা মাছ ধরা, আহরণোত্তর পরিচর্যা, বাজারজাতকরণ, ইত্যাদি কাজে শিশুদের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার না করার বিষয়টি সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত করবেন।

১.৭ নারী পুকুর মালিকদের মতামত নেয়া

মাছচাষ কার্যক্রমে যেমন-পোনা ক্রয় ও মজুদ, খাবার ক্রয় ও প্রয়োগ, মাছ ধরার সময় ও তারিখ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি যৌথভাবে সম্পন্ন হলে সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ সকল ধাপেই পুরুষদের পাশাপাশি নারী পুকুর মালিকদেরও মতামত নিবেন।

১.৮ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি

মাছ বিক্রির অর্থ নারী মাছচাষীরা যাতে নিজের ইচ্ছামত জমা ও খরচ করতে পারে অর্থাৎ অর্থের উপর যাতে তার পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকে সে বিষয়ে সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ সবাইকে সচেতন করবেন। প্রয়োজনে সিআইজি'র মাসিক সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন।

১.৯ আপদকালীন দলীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি

সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ নিয়মিত দলীয় সঞ্চয়ের পাশাপাশি আপদকালীন ব্যবহারের জন্য বিশেষ সঞ্চয় করার সিআইজি সদস্যদের পরামর্শ প্রদান ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

১.১০ অভিযোগ নিরসন/প্রতিকার

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সিআইজি সদস্যদের কোন অভিযোগ থাকলে তা নিরসন/প্রতিকারের জন্য সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করবেন। যেমন, অভিযোগটি কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রের (FIAC) রেজিষ্টারে রেকর্ড করানো বা অভিযোগ বাক্সে রাখা বা উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ে অভিযোগ করার ব্যাপারে সহযোগীতা প্রদান করা। মাসিক সভায় সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ অভিযোগটির বিষয়ে আলোচনাও করতে পারেন।

১.১১ সিআইজি'র কার্যক্রম পরিচালনায় সুপরিসর এবং স্বাস্থ্যসম্মত অফিস কক্ষের ব্যবস্থা

সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে অফিস কক্ষটি নির্মাণ/অফিসের জন্য নির্ধারিত স্থান নির্বাচন/নির্ধারন করবেন। যেমন-

- কক্ষের ভিতর যথেষ্ট পরিমানে জায়গা রাখা/থাকা;
- আলো-বাতাস চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা/থাকা
- বৈদ্যুতিক পাখা, লাইট ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা/থাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১.১২ সিআইজি পরিচালনায় কাগজপত্র অফিস কক্ষে সংরক্ষণ

সিআইজি'র পরিচালনায় সকল কাগজপত্র যেমন রেজুলেশন বই, টেলিফোন নাম্বারসহ সদস্যদের তালিকা, আর্থিক হিসাব-নিকাশ বই ইত্যাদি অফিস কক্ষে সংরক্ষণ করার বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত করবেন।

১.১৩ জরুরী গুরুত্বপূর্ণ ফোন/মোবাইল নাম্বারসমূহ সংরক্ষণ

নিকটস্থ জরুরী সেবা প্রতিষ্ঠান যেমন-ফায়ার সার্ভিস, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, বিদ্যুৎ অফিস, এ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ ষ্টেশন, ইত্যাদির ফোন/মোবাইল নাম্বারসমূহ সিআইজি'র অফিস কক্ষে থাকবে। উপজেলায় অবস্থিত আড়ত, মৎস্য বাজার, মৎস্য আহরণোত্তর সেবা কেন্দ্রের ফোন নাম্বার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সিআইজি'র অফিস কক্ষে/অফিসের জন্য নির্ধারিত স্থানে

থাকবে যাতে ফোনে বাজারের সর্বশেষ তথ্য জানা যায়। সিআইজি'র নেতৃবৃন্দ নাম্বার সমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১.১৪ সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণে সিআইজি নেতাদের করণীয়:

সিআইজির মাছচাষ কার্যক্রমে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি, তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও তা সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্য সংরক্ষণ করলে ভবিষ্যতে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায়। আবার সংরক্ষিত সকল তথ্য প্রকল্পে ব্যবহার/উপজেলা প্রতিবেদন তৈরির জন্য উপজেলা কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা যায়। সিআইজি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট নেতারা এ কাজটি করবেন।

২. মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষায় সিআইজিতে লিফদের ভূমিকা:

মাছচাষে সামাজিক সুরক্ষায় ইউনিয়ন পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (Focal point) হলো লিফ। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক সামাজিক সুরক্ষায় লিফ যে সকল কাজ সম্পাদন করে তা নিচে দেয়া হলো-

- প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সিআইজির সদস্য হিসেবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা । এধরনের জনগোষ্ঠীদের প্রকল্পের সেবায় এনে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা;
- এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড -২ এবং এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড-৩ বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদান করা;
- বিল ব্যবস্থাপনায় সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে চাষিদের সচেতন করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা;
- পুকুরের/বিলের মাছ চুরির বিষয়টি পূর্বেই বিবেচনায় এনে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য পরামর্শ প্রদান;
- পারিবারিক কিংবা সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে বিষ প্রয়োগে মাছ ফেলার মত ঘটনা ঘটলে পারস্পারিক আলোচনা, সমঝোতা, সামাজিক বিচার-শালিসীর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার জন্য পরামর্শ প্রদান;
- নিয়মিত দলীয় সঞ্চয়ের পাশাপাশি আপদকালীন ব্যবহারের জন্য বিশেষ সঞ্চয় করার পরামর্শ প্রদান;
- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুফলভোগী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অভিযোগ গ্রহণের জন্য কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্রে (FIAC) অভিযোগ বাক্স স্থাপন বা রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা;
- সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক প্রদর্শনী পুকুরসহ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয় তদারকি করা। সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয় কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক প্রযোজ্য সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ করা;
- প্রকল্পের সকল কাজে সামাজিক সুরক্ষা সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন ও সিআইজিসহ অন্যান্য মাছচাষীদের পরামর্শ প্রদান করা।

সিআইজি নেতৃবৃন্দের মাছচাষে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

প্রশিক্ষণের মেয়াদকাল: .... প্রশিক্ষণের স্থান:.......................................

প্রশিক্ষণার্থী হাজিরা

ক্রমঃ নং	নাম	স্বাক্ষর
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		
১১		
১২		

ক্রমঃ নং	নাম	স্বাক্ষর
১৩		
১৪		
১৫		
১৬		
১৭		
১৮		
১৯		
২০		
২১		
২২		
২৩		
২৪		
২৫		
২৬		
২৭		
২৮		
২৯		
৩০		

প্রশিক্ষক:

নাম:.. স্বাক্ষর...

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধনপত্র

তারিখ: ....।

প্রশিক্ষণ স্থান: .... উপজেলা: .... জেলা: ....

ক্রঃ নং	নাম	মোবাইল নং	এনআইডি (NID) নং	সিআইজির নাম	ইউনিয়ন	স্বাক্ষর
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						
১১						
১২						
১৩						

১৪						
১৫						
১৬						
১৭						
১৮						
১৯						
২০						
২১						
২২						
২৩						
২৪						
২৫						
২৬						
২৭						
২৮						
২৯						
৩০						

উপজেলা কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর:..নাম: ....